

আমার কিছু প্রশ্ন

আমি পেশাগত বা সৌখিন কোনপ্রকারেরই কবি, সাহিত্যিক বা কলাম লেখক নই। তাই কোথা থেকে শুরু করব, কেমন করে শুরু করব ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার এই অগোছালো লেখা পড়তে পাঠকদের অনেক অসুবিধা হবে (এবং সম্পাদনা করার সময়ও নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের অনেক কষ্ট হয়েছে) সেজন্য আমি আগে থেকেই সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

আমার এই কিছু প্রশ্ন মূলত সেনাবাহিনীর প্রধান জনাব মঈন ইউ আহমেদ, সকল পত্রিকার সম্পাদক মডলী, টিভি চ্যানেলগুলোর নীতিনির্ধারক ও দেশের সকল বুদ্ধিজীবীদের প্রতি। সবার মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা কেন প্রেসিডেন্ট জনাব ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ও প্রধান উপদেষ্টা জনাব ফখরুদ্দিন আহমেদের প্রতি আমার কোন জিজ্ঞাসা নেই। কারণ আমি কোনরকম ভাবেই তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করি না। (দুঃখিত এমন অশালীন কথা বলার জন্য, কিন্তু আমার মতে এটাই সত্য) আমি আশা করব এদের ভিতর থেকে কেউ একজন তাদের মূল্যবান সময় অপচয় করে আমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন।

যাই হোক আমি শুরু করি -

সত্যিকার অর্থেই দেশে হচ্ছেটা কি? কে চালাচ্ছে দেশটা? তথাকথিত ফখরুদ্দিন আহমেদের সরকার? মঈন ইউ আহমেদের সেনাবাহিনী? তিন আহমেদের (রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাবাহিনী প্রধান) সমন্বিত সরকার? নাকি বড় বড় দেশগুলোর ইশারায় যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্রদূতেরা?

কেন আমার এমন প্রশ্ন? প্রথমত, ১ম আহমেদ (রাষ্ট্রপতি) ইয়াজউদ্দিন সাহেব দেশটা চালাচ্ছেন না। কারণ সবারই জানা আর দেশটা চালানোর কাজও তার নয়। তিনি দেশের অভিভাবক!

২য় আহমেদ (প্রধান উপদেষ্টা) ফখরুদ্দিন সাহেব কোনভাবেই দেশ চালাচ্ছেন না- কারণ তাকে ধরে এনে এখানে বসানো হয়েছে (না তাকে জনগন বেছে আনে নাই) এবং তিনি নাচের পুতুলের মত সুতার টানে টানে চলেন। সত্যিকার অর্থে তার কোন ক্ষমতা নাই কারণ তার অস্তিত্বের কোন ভিত্তি নাই যেমন, জনগণের রায়, রাজনৈতিক দল বা সবকিছু নিয়ন্ত্রন করে দেশচালানোর শক্তি। তিনিই যদি দেশ চালাতেন তাহলে সেনাবাহিনীর প্রধানকে অহুঁহ এমন রাজনৈতিক কথা বলতে শোনা যেত না।

আর ৩য় আহমেদ (সেনাবাহিনী প্রধান) আমাদের বাচাল মঈন ইউ সাহেব উনিও কি সত্যিকার অর্থে দেশটা চালাচ্ছেন? কারণ সামরিক শাসনের সংজ্ঞা আমাদেরকে বলে, সামরিক শাসনকালে দেশের অভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে কোনভাবেই বাইরের দেশগুলো নাক গলায় না বা গলাতে সাহস পায় না। অথচ এখন দেশের বড় বড় সমস্যাগুলোর কথা বাদ থাক বলতে গেলে পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়ার মত সামান্য বিষয়েও বাইরের দেশের নাক গলানো চোখে পড়ে। এই-সেই প্রায় সব বিষয়েই তারা তাদের মতামত সংবাদমাধ্যমের কাছে ব্যক্ত করেন, সরকার ও বিভিন্ন সংগঠনকে পরামর্শের আড়ালে অহুঁহ আদেশ দিচ্ছেন। যদি দেশে

সত্যিকার অর্থেই সামরিক সরকার থাকে তাহলে এগুলো কেমন করে সম্ভব? সামরিক বাহিনীর কাজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। অথচ এমন এক সামরিক সরকার মঙ্গল ইউ সাহেবের যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের বিলীন হওয়া চেয়ে চেয়ে দেখছেন!

তাহলে ১৪কোটি মানুষের এই দেশটা চলছে কেমন করে? কেউ একজন (যাদের প্রতি আমার আজকের এই কিছু প্রশ্ন তাদের মাঝথেকে) কি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

রাজনৈতিক সংস্কার আর নির্বাচন (এই দুটো ব্যাপারে আমরা আরেকদিন কথা বলব) বিষয় দুটোর কথা বাদ দিলে এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কোনটা? দুর্নীতি, অর্থনীতি, আইন শৃঙ্খলা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক মুক্তি, রাজাকারদের বিচার নাকি দ্রব্যমূল্য? সার্বিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে রাজাকারদের বিচার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তিই যেন আজ দেশের প্রধান সমস্যা। আমাকে দয়াকরে রাজাকার, দেশদ্রোহী ইত্যাদি বলবেন না। রাজাকারদের বিচার হোক সেটা আমিও চাই। এটা অবশ্যই লজ্জার যে স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও আজ সেই সব ঘণিতরা বিনা বিচারে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এর জন্য ব্যর্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকব। দেশ আজ এক চরম সংকটে এই সময়ে রাজাকারদের বিচার কোনভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু হতে পারে না। কারণ এতে করে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন পর্যায়েই বড় ধরনের কোন উন্নতি বা পরিবর্তন সাধিত হবে না। রাজাকারদের নিয়ে কোন জরিপ হয়েছে কিনা জানি না, তাদের প্রকৃত সংখ্যাই বা কত এধরণের কোন পরিসংখ্যানও চোখে পড়ে না। তাছাড়া সকল রাজাকারের বয়সই এখন ৬০ বা তার উপরে হওয়াটা স্বাভাবিক। প্রায় ৪০ বছর আগের করা অপরাধের অপরাধবোধ ও মানুষের অশেষ ঘৃণায় পৃথিবীতে শেষ দিনগুলো কাটানোই কি তাদের জন্য বড় শাস্তি হতে পারে না? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিচার বিভাগ এখন স্বাধীন(!) তাই আমাদের উচিত ব্যক্তিগত ও জাতীয়ভাবে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ নিয়ে আদালতের কাছে বিচার চাওয়া। রাজাকারদের বিচার কর, রাজনীতিতে নিষিদ্ধ কর ইত্যাদি বলে চেচামেচীতে সত্যিকার অর্থে কি কোনো কাজ হচ্ছে? তাই সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠনের প্রতি অনুরোধ, চেচামেচী না করে সত্যিকারের উদ্যোগ নিন, রাজাকারদের আদালতে নিন, সত্যিকারী ভোক্তাভোগীদের খুঁজে বের করে তাদেরকে আদালতে বিচার চাইতে উৎসাহিত ও সাহায্য করুন। অবাক হই যখন দেখি, এমন একটি উদাহরণও নেই, কোন সংগঠন একটি ভুক্তভোগী পরিবারকে নিয়ে সংবাদ সন্মেলন ডেকে জনগনের সামনে তাদের ভোগান্তির করুন কাহিনী তুলে ধরেছে। অথবা এমন কোন সংবাদপত্র দেখি না যারা ধারাবাহিকভাবে রাজাকারদের কুর্কীতি ছাপিয়েছে। শুধু কথায় চিড়া ভেজানোর এই বৃথা চেষ্টা আর কত করব আমরা?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাপারটা নিয়ে কি বলব বুঝতে পারছি না। আসলে দোষ কার, ভুল কার, দায়ী কে, ঘটনা কি, ঘটনার কারণ কি এই প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর নেই। ধরে নিই ছাত্র-শিক্ষকেরা দোষী, তারা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করেছে। তাহলে তাদের বিচারের রায় হওয়ার আগেই কেন তাদের সাজা মওকুফের ব্যবস্থা করে রাখা হলো – আমার কাছে

এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। সরকার কি তাহলে অর্যোক্তিক দাবীর কাছে নতি স্বীকার করল না? তাছাড়া এটা কি স্বাধীন বিচার বিভাগের অবমাননা নয়? তিন আহমেদ সাহেবদের সরকারের এটা কি বিশাল এক পরাজয় নয়? আমার মনে প্রশ্ন জাগে..

১. অভিযুক্তরা কি সত্যিই রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন?
২. আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক কাজে জড়িত থাকা বা উস্কানীদানের দোষে অভিযুক্তদের এমন ক্ষমা কি আদৌ কোন সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করল?
৩. অভিযুক্তরা যদি নির্দোষ হয়ে থাকেন, তার মানে কি এটা নয় সরকার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভুল, মিথ্যা বা বানোয়াট তথ্যের আশ্রয় নিয়েছিল? জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেয়া সরকার এর জবাব দিবেন কি? সরকারের কি উচিত নয় এর জন্য পুরো জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া?

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকসহ এই মুক্তি আন্দোলনে জড়িত ও সমর্থিত সকলের প্রতি আমি কিছু কথা বলতে চাই। সর্বপ্রথমে সবাইকে তাদের এই অভূতপূর্ব ও নজিরবিহীন বিজয়ের জন্য সাধুবাদ জানাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা হচ্ছেন জাতির আলো; তাদের কাছ থেকে সমগ্র জাতি শিখবে ন্যায়পরায়ণতা, নিয়মনিষ্ঠা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর শিক্ষা। আমার প্রশ্ন হলো- আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হওয়া অপরাধীদের পক্ষে এই একতাবন্ধ আন্দোলন আমাদের কি শিক্ষা দেয়? দেশের আইনজীবীরা কি ভুল সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন নাকি প্রমাণ ছাড়াই সরকারের কথা মত রায় দিচ্ছেন? তাহলে বিচার বিভাগ স্বাধীন এর মানে কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা ও ভবিষ্যতের নক্ষত্র ছাত্ররা কি কোনভাবেই বিষয়টি আইনি লড়ায়ে শেষ করতে পারতেন না? সমগ্র বাংলাদেশে কি এমন আইনজীবী ছিলেন না যারা আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের আইনের চোখে নির্দোষ প্রমাণিত করে সসম্মানে ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনতে পারতেন না? তাহলে তারা কেন সেই পথে গেলেন না? কেনই বা এই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হলো? আমার সাধারণ বুদ্ধি বলে - বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকেরা মাঠে নামবেন তখনই যখন নিয়মতান্ত্রিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল পথ তাদের জন্য বন্ধ। সাধারণ দিনমজুরের মত কথায় কথায় মাঠে নামা তাদের মানায় না। যদি অভিযুক্তরা সত্যিই নির্দোষ হয়ে থাকেন এবং আদালত ভুল রায় দিয়ে থাকেন তাহলে প্রকৃত ঘটনা কি? সেটার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা কি জাতি বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষের কাছ থেকে পেতে পারে না? নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদেরকে মুক্ত করার কি কোন পথই খোলা ছিল না? সেই রকম কোন উদ্যোগতো চোখে পরল না? অনেক প্রশ্ন জাগে মনে..

১. দেশে কি আইনের শাসন নেই - বিচার বিভাগ স্বাধীন একথার সত্যতা নেই বা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা তা মানেন না।
২. অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য আইন ভিন্ন - তারা রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণিত হলেও তাদেরকে যে কোন উপায়ে মুক্ত করে আনতে হবে। মানে আইন সবার জন্য সমান এটাও ঠিক নয়।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকসহ সবাই আজ আমরা কোন কাজই নিয়মতান্ত্রিকভাবে করার চেষ্টা করি না।

ধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থবাজ ছাত্র-শিক্ষকদের! তাদের আচরন কি স্বার্থপরতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ নয়? ৩০/৪০ জন ছাত্র-শিক্ষকের (আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণিত হওয়ার পরও) মুক্তিভে তারা সর্বস্ব বাজি রেখেছেন; অথচ দ্রব্যমূল্যের দুর্ঘটকের বেড়াজালে যখন দেশের ১৪কোটি মানুষ বন্দি আমাদের ছাত্র-শিক্ষকেরা তখন ভেজা বেড়াল! নেই কোন নিয়ম বা অনিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ। সাবাস বাংলাদেশ!! আপনারা যাই ভাবুন আমি আমার ছেলেকে এটাই শিখাব যে, এই ৩০/৪০ জন হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহী অনেকটা যুদ্ধকালীন রাজাকারদের মত- কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন বা পড়াতেন বলে এদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে কারণ এরা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মত বা পড়াবার মত ১৪কোটি মানুষের বাংলাদেশে আর কেউ ছিল না! তবে এরা যত বড় পদ বা প্রতিষ্ঠানেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন তুমি তাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী মেনে নিয়ে ঘৃণা করবে; যদিনা তারা আইনি উপায়ে নির্দোষ হয়ে আসেন অথবা সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের কাছে একটি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করেন।

আমি আমার সর্বশেষ প্রশ্নটি করতে চাই। তার আগে আমার নিজের সম্পর্কে কিছু কথা বলি। আমি এখন উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাজ্যে বসবাস করি। যুক্তরাজ্য পৃথিবীর প্রথম ৫টি সমৃদ্ধ দেশের একটি। এখানকার মুদ্রামান বাংলাদেশের প্রায় ১৪০গুন, মাথাপিছু আয় বাৎসরিক ৩৩৬০০ মার্কিন ডলার। এখানে কর, ভ্যাট ইত্যাদি বিশ্বের সর্বোচ্চ। এর রাজধানী পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল শহর। যাই হোক এখানে আমি এক কেজি আটা কিনি বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৪৫ টাকা দরে, ১লিটার সয়াবিন/ভেজিটেবল তেল কিনি বাংলাদেশী টাকায় ৮০-৮৫ টাকা দরে। এখানকার বাজারে এ দুটো পণ্যের যোগান আসে মূলত বাংলাদেশের মত আমদানী থেকে। (একটি কথা বলে রাখি এখানে এদুটো ভোগ্যপণ্যের দাম আরো অনেক বেশিও আছে, কিন্তু এগুলোও গ্রহণযোগ্য, মানসম্মত ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত)

এখন আমার প্রশ্ন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এক কেজি আটা ও এক লিটার তেলের দাম কত? এদুটো পণ্যের বাংলাদেশী বাজারদর ও যুক্তরাজ্যের বাজারদরের এই তুলনা কি দেশ দুটোর সার্বিক অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? কেউ কি আমাকে এর কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারবেন? এটা কেমন করে সম্ভব?

দ্রব্যমূল্য কি আসলেই আমাদের দেশে কোন সমস্যা? আমি মনে করি এই মুহূর্তে এটাই দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু সরকার, রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী, এনজিও, বিভিন্ন সংগঠন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক তাদের কারো কোনধরনের কার্যক্রমেই মনে হয় না দ্রব্যমূল্য দেশে একটা সমস্যা। সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্যের আবর্তে না খেয়ে থাকলেও কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। যাদের কাছে আজ আমার এই কিছু প্রশ্ন তাদের কাছে এটা কোন সমস্যা নয় কারণ চালের দাম ১৫টাকা নাকি ৩৫ টাকা এটা তাদের চিন্তা করার দরকার পরেনা হয়তো!

দ্রব্যমূল্য, সিডিকেট এগুলো নিয়ে দেশে গত ২/৩ বছরে অনেক কথা বলা হলো অথচ পরিস্থিতির কোনই পরিবর্তন নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবী, সংবাদপত্রের খবর ও লোকমুখের গুজবে যেসমস্ত কারণগুলো উঠে আসত সেগুলো ছিল সরকারী দলের দুর্নীতি, কিছু গডফাদার ও তাদের সিডিকেট। সরকার পরিবর্তন হলো, গডফাদারদের কিছু জেলে গেল কিন্তু পরিস্থিতি যেই লাউ সেই কদুই রয়ে গেল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম পালাদিয়ে বাড়তেই থাকল। বিতর্কিত তত্ত্বাবদায়ক সরকার গেল, আসল পট পরিবর্তনের সরকার। ধর, জেলে ভর, দুর্নীতি দূর কর, রাজনৈতিক সংস্কার আনো ইত্যাদি বাহারী চমকে জনগণকে খুব সহজেই চমকিত করে ফেলল ফখরুদ্দিন-মঈন যুগল সরকার। কিন্তু সেই চমক সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনে কোনই পরিবর্তন আনতে পারলোনা। বরং আজ থেকে ৪ বছর আগে যে পরিবারটি সপ্তাহে ১দিন ঘরে ভালো খাবারের আয়োজন করত, সেই পরিবারটি এখন তা অনেক কষ্টে দেড়-দুই মাসে একবার করে। চমকের ছোয়া সব জায়গাতেই লাগল শুধু দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ছাড়া।

কেন, কি কারণে আজকে দ্রব্যমূল্যের এই পরিস্থিতি? কারা দায়ী এর জন্য? নাকি দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি ঠিকিই আছে? কিন্তু কেমন করে ঠিক থাকে - পৃথিবীর উন্নততম একটি দেশে থেকে আমি (একটি পার্টটাইম কাজ করে বাংলাদেশী টাকায় মাসে ৯০০০০ টাকা আয় করি) এক লিটার তেল কিনি বাংলাদেশী টাকায় ৮০/৮৫ টাকায় অথচ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশে আমার বাবা (প্রথম শ্রেণীর একজন কর্মকর্তা মাসিক আয় ২০-২৫ হাজার টাকা) এক লিটার তেল কেনেন ১০০ টাকায়।

এই ছোট্ট একটি উদাহরণের ব্যাখ্যা কেউ কি আমাকে দিতে পারবেন? এটা কি গ্রহণযোগ্য? কেমন করে পৃথিবীর এই সমৃদ্ধশালীতম দেশে এক লিটার তেলের দাম বাংলাদেশে এক লিটার তেলের দামের চেয়ে কম?

দ্রব্যমূল্য নিয়ে সরকার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলের এমনকি সংবাদমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও ছাত্র-শিক্ষকদের আচরণ সত্যই রহস্যজনক। কেউই এর প্রকৃত কারণ সনাক্ত করতে পারছেন না। কেউই পারছেন না কোন সমাধানের পথ বের করতে। অবাক করা ব্যাপার একটি সংবাদপত্রও কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মাধ্যমে বা একজন বুদ্ধিজীবীও তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে বা একজন ছাত্রও তার গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্তসহ জনগণের সামনে আসল রহস্য তুলে ধরতে পারছে না অথবা তা করার চেষ্টা করছে না। যেন অদৃশ্য এক দৈত্য সপ্তাহে সপ্তাহে দোকানে এসে দোকানদারকে বলে যায়, কাল থেকে চালের দাম ১টাকা, আটার দাম ২টাকা আর তেলের দাম ৩টাকা করে বাড়িয়ে রাখবে। পরের দিন থেকে সত্যিই তাই ঘটে! ঘুম থেকে উঠে আটা কিনতে গিয়ে দেখি দাম ২টাকা বেশি - দোকানদারের দিকে তাকিয়ে থাকি, সে বলে যে আড়তে দাম বেড়েছে। আর কিছু বলি না এটা গণতন্ত্রের দেশ। রেগে দোকানদারের গালে চড় বসাতে পারি না কারণ আমরা ভদ্র এবং আইন হাতে নিতে পারি না! মেনে নিই, আটা কিনে ঘরে ফিরি অথবা কেউ না কিনেই ফিরে আসেন। সন্ধ্যায় টিভিতে, পরেরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি.. 'এই সপ্তাহে দ্রব্যমূল্যের দাম আবার বেড়েছে'। দিনের পর দিন যায় অদৃশ্য দৈত্যকে কেউ দেখে না বা কেউ রাত জেগে থেকে দেখতে চেষ্টা করে না - দৈত্যটা হেসে খেলে অদৃশ্যে থেকে তার কাজ নিয়মিত করে যায়। আর আমরা এটা ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে যাই যে সকালে উঠে কোন

আন্দোলনে শরীক হবো , বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের যুক্তির
আন্দোলনে নাকি রাজাকারদের শাস্তির দাবীর আন্দোলনে?
সত্যিই বিচিত্র আমার বাংলাদেশ!

সকল পাঠকের প্রতি সবিনয় অনুরোধ আমার ধৃষ্টিতা ক্ষমা করে আমার
লেখাটার মূল্যায়ন আমাকে ইমেইল করবেন।

fer128ils@yahoo.com

বায়েজীদ ফেরদাউস
ইউকে